সহ-পাঠক্রম বর্তমানে শিক্ষাতত্ত্বের জ্ঞানমুখী বিষয়েরসজীব ও সক্রিয় অংশ। তাই পাঠক্রমিক কার্যাবলির সঙ্গে সঙ্গে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিকেও বিদ্যালয়ে অত্যাবশ্যক বিষয়রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের কার্যাবলিকে বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করলে কী কী ধরনের শিক্ষাগত উদ্দেশ্য সাধিত হয় তা বিশ্লেষণ করলেই শিক্ষাক্ষেত্রে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির গুরুত্ব জানা যায়। সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির গুরুত্ব নীচে আলোচনা করা হল—

1. **দৈহিক বিকাশ (Physical development) :** সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিতে শরীর-চর্চামূলক কার্যাবলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেমন—ব্যায়াম, খেলাধুলা, শিক্ষার্থীদের দেহকে সুস্থ ও সবল করে। এর ফলে দেহ সুগঠিত হয়।

2. **মানসিক বিকাশ (Mental development) :** সুস্থ দেহে সুস্থ মনের বাস। দৈহিক বিকাশ সঠিকভাবে হলে তার প্রভাব মনের ওপর পড়ে। বিভিন্ন প্রকার সহ-পাঠক্রমিক কাজ, যেমন—বিতর্কসভা, আলোচনা সভা, চিত্রাঙ্কন ও পত্রিকা প্রকাশনা ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করার ফলে শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে।

3. **প্রাক্ষোভিক বিকাশ (Emotional development) :** শিক্ষার্থীরা যখন বিভিন্ন সহ-পাঠক্রমিক কাজে যোগ দেয়, তখন তাদের মধ্যে রুদ্ধ আবেগগুলি প্রকাশের সুযোগ পায়। এইসব কাজকর্মের ভিতর দিয়ে তাদের মধ্যে প্রাক্ষোভিক ভারসাম্য আসে।

4. **সামাজিক বিকাশ (Social development) :** শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য আসে। বিদ্যালয় তাকে সমাজজীবনের সঙ্গে উপযোগী হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি তাকে বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করে, এর ফলে তাদের মধ্যে সামাজিক বোধের বিকাশ ঘটে। যেমন—সমাজসেবামূলক কাজ, NSS, NCC ইত্যাদি।

**মনে রাখার বিষয়**

☛ সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করে। একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার চারটি স্তম্ভ, যথা—Learning to know, Learning to do, Learning to be এবং Learning to live together-এর সফলতা অনেকটাই নির্ভর করে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির সুষ্ঠু প্রণয়নের ওপর।

❺ **সৃজনমূলক প্রতিভার বিকাশ (Development of creativity) :** সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে শিশুর সৃজনক্ষমতার বিকাশ ঘটে, যেমন—ছবি আঁকা, গল্প লেখা, কবিতা লেখা ইত্যাদি।

❻ **শৃঙ্খলাবোধের বিকাশ (Development of discipline) :** বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধের বিকাশ ঘটানো হয়। তার এই শৃঙ্খলাবোধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে।

❼ **শিক্ষামূলক নির্দেশনা (Educational guidance) :** বিভিন্ন রকমের সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি, যেমন—নৃত্য, গীত, অভিনয়, অঙ্কন, খেলাধুলা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর কোন্ দিকে বিশেষ ঝোঁক আছে তা সহজেই নির্ণয় করা যায়। সেই অনুযায়ী তাকে প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক নির্দেশনা দেওয়া হয়।

❽ **অবসরযাপনের শিক্ষা (Education for utilising leisure time) :** সহ-পাঠক্রমিক কাজ শিক্ষার্থীকে অবসর সময় সার্থকভাবে কাটাতে কতকগুলি উপায় নির্দেশ করে। শুধু বর্তমানেই নয়, ভবিষ্যতে অবসর জীবনযাপন কীভাবে করতে হয়, সেই শিক্ষাও শিক্ষার্থী সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির মাধ্যমে পেয়ে থাকে।

❾ **সেবামূলক মনোভাব গঠন (Formation of welfare attitude) :** সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি শিক্ষার্থীর মধ্যে সেবামূলক মনোভাবের বিকাশ ঘটায়। স্কাউট, ব্রতচারী, সাক্ষরতা অভিযানে অংশগ্রহণ, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি সহ-পাঠক্রমিক কাজে অংশ-গ্রহণের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীরা ধীরে ধীরে সেবামূলক মনোভাব অর্জন করে।

❿ **পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Development of complete personality) :** সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সাহায্য করে। খেলাধুলার মাধ্যমে তার দৈহিক বিকাশ ঘটে, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, ব্রতচারী, পিকনিক প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে তাদের মানসিকতার বিকাশ ঘটে এবং আবৃত্তি, অভিনয়, নৃত্য, সংগীতের মাধ্যমে প্রাক্ষোভিক বিকাশ সাধিত হয়। এইভাবে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করে।

⓫ **বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ (Attractions towards school) :** বিদ্যালয়ে বৈচিত্র্যহীন পড়াশোনা ছাড়াও যদি সহ-পাঠক্রমিক কাজের ব্যবস্থা থাকে তবে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসতে আগ্রহী হয়। প্রকৃতপক্ষে সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি শিশুর মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণ, মমত্ববোধ, আনুগত্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

⓬ **উৎপাদনমূলক কার্যে অংশগ্রহণ (Participation in productive work) :** সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে উৎপাদনমূলক ক্রিয়াশীলতা

সুতরাং, সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যে উপনীত হতে নানা দিক থেকে সাহায্য করে। তাই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।